বানী চিরন্তনীয়

- - - অনন্ত বিজয়- - -

ইমেইল : ananta_atheist@yahoo.com

পর্ব -১

জ্ঞানীগুনি, দার্শনিক, কবি, লেখক, শিক্ষাবিদদের এমন কিছু বাক্য, গানের কলি, কবিতা, ছড়া আছে যা শুনলে মনে হয় যেন, আরে! এগুলিতো আমার প্রানের কথা, আমিতো এই কথাগুলোই বলতে চাইতেছি। এই বক্তব্যগুলো থেকেই যেন আমি যা বলতে চাই, আমার মনের ভাব পূর্ন রূপে মূর্ত হয়ে উঠে; যদিও এই বক্তব্য হয়তো বক্তা বিভিন্ন কারনে ব্যবহার করে থাকতে পারেন। আমি এখানে বিভিন্ন দার্শনিক, জ্ঞানীগুনি, কবি, লেখকদের কিছু বাক্য, গানের কলি, ছড়া সংগ্রহ করেছি, যা আমার কাছে মনে হয়, মনের ভাব, আমার ভাবনা, আমার অব্যক্ত কথা এক নিমিষেই প্রকাশ করতেছে। শব্দচয়ন, আর বাক্যবিন্যাসের অস্পষ্টতার কারনে যা আমি বলতে পারছি না, তাই ফুটে উঠতেছে এই বক্তব্যগুলির দিয়ে। শ্রদ্ধেয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম প্রথম কিস্তি। হয়তো কারো ভালো লাগতে পারে আবার না ও পারে। ধন্যবাদ সবাইকে।

(১) ঈশ্বর কি অন্যায়-অবিচার-অরাজগকতা নিরোধে ইচ্ছুক, কিন্তু অক্ষম?
তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

তিনি কি সক্ষম, কিন্তু অনিচ্ছুক?
তাহলে তিনি পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী সত্ত্বা।

তিনি কি সক্ষম এবং ইচ্ছুক দুটোই?
তাহলে পৃথীবিতে অন্যায়-অবিচার-অরাজগতা বিরাজ করে কিভাবে?

তিনি কি সক্ষমও নন-ইচ্ছুকও নন?
তাহলে কেন তাঁকে অযথা ঈশ্বর নামে ডাকা?

– – – – গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১–২৭০ খ্রিষ্টপূর্ব)

(২) আমি এথেন্স কিংবা গ্রীসের নই, আমি সারা বিশ্বের নাগরিক।

– – – – গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (৪৭০–৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্ব)

(৩) ও তুই বারে বারে জ্বালাবি বাতি
হয়তো বাতি জ্বলবে না,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

– – – – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪) কেউ বলে আছ তুমি কেউ বলে নাই
আমি বলি থাকলে থাকুক না থাকিলে নাই।
যারে আমি নয়নেও দেখি নাই শ্রবনেও শুনি নাই
আছ কি না আছ মেলে না প্রমান॥
পাগল দ্বিজদাসের গান।
হিন্দুগনের বান্ধা আছে ত্রিসন্ধা কাজ
মুসলমানের বান্ধা আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ॥
যে জন সপ্তাহ পরেতে যায় গীর্জাতে
তাহারাই এ–জগতে মানুষ প্রধান॥
পাগল দ্বিজদাসের গান।
বেদ পুরান বাইবেল আদি যত ইতি পুথি
মানি বলেই মোদের এত দুর্গতি॥
মানতে মানতে শাস্ত্র পাই না অন্নবস্ত্র
ঘটিবাটি লাঠি বেঁচে কর্মে দিচ্ছি দান॥
পাগল দ্বিজদাসের গান।

– – – – বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী *

(* লোককবি বৈকুন্ঠনাথ চক্রবর্তী ‘পাগল দ্বিজদাস’-এর ছদ্মনামে বিভিন্ন গানের রচয়িতা। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে নরসিংদী এলাকায় আবির্ভাব এবং এক সময় ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লার গ্রামে-গঞ্জে তাঁর গান প্রভুত লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।)

(৫) ধর্ম হতে এই জগতে দলাদলিই কেবল সার
ভুলে পড়ে জালাল ঘোরে মন হইল না পরিষ্কার॥

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় একের মন্দ অন্যে কয়
করে কত হিংসার উদয় ঘৃণার চক্ষে চায় আবার,
কাগজের এই বস্তা ফেলে মহাসত্যের দেশে গেলে
ভেসে যাবে সব সলিলে ধর্ম বলতে নাই কিছু আর॥
- - - - জালাল উদ্দিন খাঁ (নেত্রকোনার প্রখ্যাত লোককবি)

(৬) মি এগা ভাই, কি কথা শুনাইলেন ভারী
হবে নাকি কিয়ামতে আজাব ভারী।
নরনারী ভেস্ত মাঝার,
পাবে নাকি সমান অধিকার?
নর পাবে হুরের বহর
বদলে কি তার পাবে নারী?
- - - - লোককবি লালন শাহ্

(৭) কেমন ন্যায়-বিচারক খোদা বল গো আমায়।
তাহলে ধনী-গরীব কেন এ ভুবনে রয়।
ভাল মন্দ সমান হলে
আমরা কেন পড়ি তালে
কেউ দালান কোঠার কোলে
শুয়ে নিদ্রা যায়॥
সেই আমরা মরনের পরে
যাব নাকি স্বর্গ পুরে
কে মানিবে এ সব হেরে
এই দুনিয়ায়?
- - - - লোককবি লালন শাহ্

- - চলবে - -